ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫৯৯
আগরতলা,৫ জানুয়ারি,২০২৬

শিশুর জন্ম থেকে বেড়ে উঠা পর্যন্ত সরকার নানা প্রকল্প রূপায়ণ করছে : রাজ্যপাল

ঘরে নতুন ফসল উঠলে কৃষকদের পরিবারে খুশির আবহাওয়া তৈরি হয়। এই আনন্দ কৃষকের পরিবারের পাশাপাশি গ্রাম এবং সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। সরকার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আজ সিপাহীজলা জেলার কাঁঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী পিঠে পুলি উৎসবের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। রাজ্যপাল বলেন, শিশুর জন্ম থেকে বেড়ে উঠা পর্যন্ত সরকার নানা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের গুণগতভাবে শিক্ষা প্রদানের কাজ শুরু হয়। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও নানা স্কলারশিপ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ারও সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারেন তারজন্য নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের কাজেও সরকার নানা সহযোগিতা করছে। তিনি কৃষকদের জৈবচাষে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হলো এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করা। রাজ্য সরকারও এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি সুযোগ সুবিধা সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোই হচ্ছে সরকারের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিঠু রাণী দাস, কাঁঠালিয়া বি.এ.সি. চেয়ারম্যান তপন কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাজ্যপাল এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। ৫ দিনব্যাপী এই মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা উপলক্ষ্যে স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক তথ্য সম্বলিত স্টল খোলা হয়েছে।

*****